2438 - চিকিৎসা গ্রহণের হুকুম

প্রশ্ন

এক ব্যক্তি দুরারোগ্য রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এখন চিকিৎসা আর কোনো উপকারে আসছে না। (আশার আলো মিটিমিটি জ্বলছে) এমন রোগী কি চিকিৎসা গ্রহণ করবে?

চিকিৎসার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। সেই রোগী তার বিদ্যমান কষ্টের সাথে সেগুলোকে সংযুক্ত করতে চায় না। সাধারণভাবে মুসলিমের উপর কি চিকিৎসা গ্রহণ করা আবশ্যক; নাকি এটি ঐচ্ছিক বিষয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সামগ্রিক বিবেচনায় চিকিৎসা শরিয়ত অনুমোদিত। দলিল হলো: আবুদ-দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ ও ঔষধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো; তবে হারাম ঔষধ নয়।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৩৭৬) বর্ণনা করেন] এছাড়া উসামা ইবনে শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: বেদুঈনরা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা নিব না? তিনি বললেন: “তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা মহামহিম আল্লাহ এমন কোন রোগ রাখেননি যার প্রতিষেধক রাখেননি; একটি রোগ ছাড়া।” তারা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি? তিনি বললেন: বার্ধক্য।[হাদীসটি তিরমিযী (৪/৩৮৩) বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং: ১৯৬১। তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। সহীহুল জামে গ্রন্থে (২৯৩০) হাদীসটি রয়েছে]

অধিকাংশ আলেম (হানাফী ও মালেকী) মনে করেন চিকিৎসা গ্রহণ করা বৈধ। আর শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ এবং হাম্বলী মাযহাবের কাযী, ইবনে আক্বীল ও ইবনুল জাওযী মনে করেন এটি মুস্তাহাব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ ও ঔষধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো; তবে হারাম ঔষধ নয়।” এছাড়া আরো বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলোতে ঔষধ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তারা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিঙ্গা লাগানো ও চিকিৎসা গ্রহণ প্রমাণ বহন করে যে, চিকিৎসা গ্রহণ একটি শরয়ি বিধান। শাফেয়ীদের মতে এটি তখনই মুস্তাহাব যখন এর উপকারিতা অনিশ্চিত হয়। আর যদি উপকারিতা নিশ্চিত হয় (যেমন ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করা) তাহলে এটি ওয়াজিব। (বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হলো কিছু কিছু পরিস্থিতিতে রক্ত গ্রহণ করা)

দেখুন: হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন (৫/২১৫, ২৪৯)। আল-হিদায়া তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীর (৮/১৩৪), আল-ফাওয়াকেহ আদ-দাওয়ানী (২/৪৪০), রাওদাতুত তালিবীন (২/৯৬), কাশশাফুল ক্বিনা (২/৭৬), আল-ইনসাফ (২/৪৬৩), আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ (২/৩৫৯ এবং তৎপরবর্তী অংশ), হাশিয়াতুল জামাল (২/১৩৪)।

ইবনুল কাইয়িম বলেন: "বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে চিকিৎসা গ্রহণ করার নির্দেশ এসেছে। এটি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। যেমনিভাবে ক্ষুধা, পিপাসা, গরম, ঠাণ্ডা প্রতিহত করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী বিষয় না। বরং আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শরঈ তাকদীর অনুসারে ফলাফল পেতে হলে তিনি যে সমস্ত কারণ বা উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো গ্রহণের মাধ্যমেই তাওহীদ বাস্তবায়িত হবে। এগুলোকে গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুলের বিপরীত, আবার আল্লাহর নির্দেশ ও প্রজ্ঞারও বিপরীত। এগুলো যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে সে মনে করে যে পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলকে দৃঢ় করে। বস্তুত এ ধরনের পরিত্যাগ করা অক্ষমতা; যা তাওয়াক্কুলের বিপরীত। তাওয়াক্কুলের স্বরূপ হলো বান্দার দ্বীন-দুনিয়ার উপকার হয় এমন কিছু অর্জনে এবং দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষতি হয় এমন কিছু প্রতিহত করার ক্ষেত্রে অন্তর আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এই নির্ভরতার ক্ষেত্রে অবশ্যই মাধ্যম বা উপকরণ অবলম্বন করতে হবে। নতুবা ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও শরীয়ত পরিত্যাগ করবে। সুতরাং ব্যক্তি যেন তার অক্ষমতাকে তাওয়াক্কুল কিংবা তাওয়াক্কুলকে অক্ষমতা বানিয়ে না দেয়।"[যাদুল মাআদ (৪/১৫), দেখুন: আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা (১১/১১৬)]

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরের সারকথা হলো: আলেমদের দৃষ্টিতে চিকিৎসা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়, যদি না এর উপকারিতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় (তাদের কারো মতে)। আর প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় যেহেতু চিকিৎসার উপকারিতা অনিশ্চিত, বরং রোগী মানসিকভাবে এতে কষ্ট পায়, সেহেতু এটি পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে দোষ নেই। রোগীর উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ভুলে না যাওয়া এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া। কারণ আসমানের দরজাগুলো দোয়ার জন্য খোলা। সুতরাং তার উচিত হলো কুরআন কারীম দিয়ে নিজের রুকইয়া করা। যেমন: নিজের জন্য সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া। এগুলো তাকে মানসিক ও শারীরিক উপকার দিবে। অধিকন্তু এগুলো তেলাওয়াত করলে সে নেকীও পাবে। আর আল্লাহই সুস্থতা দেন, তিনি ছাড়া আর কেউ সুস্থতা দেন না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।